Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গুনাহ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তন্নী আক্তার

রোলঃ 216021174

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গোপন গুনাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তন্নী আক্তার

রোলঃ 216021174

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গোপন গুনাহ" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তন্নী আক্তার, আইডিঃ 216021174 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গোপন গুনাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তন্নী আক্তার

(স্বাক্ষর)

তন্নী আক্তার

আইডিঃ 216021174

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা.....6
গোপন গুনাহের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ.....9
ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি.....10
গোপন গুনাহের প্রকারভেদ.....11
গোপন গুনাহের প্রভাব.....12
গোপন গুনাহ এবং মনস্তত্ত্ব.....13
গোপন গুনাহের উদাহরণসমূহ.....15
গোপন গুনাহ এবং প্রযুক্তি.....16
গোপন পাপের শাস্তি ও ভয়াবহতা.....19
গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়সমূহ.....25
সমাজে গোপন গুনাহের প্রতিকার.....28
গোপন গুনাহ এবং আইন.....29
গোপন গুনাহ এবং যুব সমাজ.....30
দৃষ্টি সংযত না রাখা.....30
পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি.....31
গোপন গুনাহের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি.....32
শিক্ষা ব্যবস্থায় এর করনীয়।.....33
গোপন গুনাহ গোপন রাখুন.....33
পাপ করে তা প্রকাশ করা দ্বিগুণ অপরাধ.....36
গোপন পাপে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যায়.....38
গোপন পাপে আল্লাহর রহমত চলে যায়.....41
অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফি থেকে মুক্ত থাকার দোয়া.....44
গোপন পাপের ভয়াবহতা.....45
শেষের কিছু কথা.....46
গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়সমূহ.....50

ভূমিকা

মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি হলো সে নিজের অপরাধ আড়াল করতে চায়। হাজারো মানুষের কোলাহলে নিজেকে সবাই ভালো বলুক; আভিজাত্যে, মর্যাদায় ও সুনামে ঝরঝরে দেখা যাক- এটাই সে প্রত্যাশা করে থাকে। কারো কারো পক্ষে অন্যায় বা গোপন পাপ ঢেকে রাখা কখনো কখনো নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য সম্ভব হলেও সর্বদা তা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। মানুষ যখন জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপনে গুনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে ধীরে ধীরে মহান আল্লাহর ভয় বিদায় নিতে থাকে। অন্তর যখন তাক্বওয়াশূন্য হয়ে যায়, তখন অন্তর পাথরের মতো শক্ত হতে যায়। তখন তার কাছে ইসলামী ধ্যানধারণা মনোরম ও আকর্ষণীয় লাগে না। ধর্মীয় বিধানাবলি বিরক্তিকর মনে হতে থাকে। অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মুনাজাতে চোখে পানি আসে না। এক পর্যায়ে তার কোনো আমলে আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কুরআন তেলাওয়াত আর আগের মতো মধুর মনে হয় না। ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার গলিপথ তার কাছে আপন মনে হয়। মাঝে মাঝে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়; কিন্তু বাঁচতে পারে না, তার পক্ষে ইউটার্ন নেওয়া আর সম্ভব হয়ে উঠে না। অবস্থা তো কখনো এমন ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন।

আর কেউ কেউ আছে পাপ করতে করতে এক সময় পাপকে আর পাপই মনে করে না! তার কাছে পাপ করা তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার হয়ে যায়। তখন আল্লাহর ক্রোধ আর পরকালের ভয়াবহ আযাবকে সে পরোয়া করে না। ফলে এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ তার জন্য পাপের কাজকে তার কাছে প্রিয় করে তুলেন! আল্লাহ তাআলা বলেন,أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ‘যাকে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করেছে (সে কি তার সমান, যে সৎপথে পরিচালিত?) নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন। আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। কাজেই তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনি আপনার জীবনকে

ধ্বংস হতে দিয়েন না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(ফাত্বির, ৩৫/৮)*।

পাপ কাজ শোভনীয় মনে হতে হতে একসময় সে পাপ কাজকে তখন ভালোবাসতে শুরু করে, ফলে তার তওবা করার নছীব হয় না। আর এই অবস্থায় সে আল্লাহর ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত, নিয়মিত ছালাত আদায় করে, দ্বীনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা বা তথাকথিত বুজুর্গ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না; কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত (সাধারণত বাংলাদেশের কিছু মাযারের সেবক ও পীরদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে)। আবার অনেকে প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কবীরা গুনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেক্বী ও শঠতা, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেন,وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ 'তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ পরিত্যাগ করো। নিশ্চয় যারা গুনাহ করবে, অতিসত্বর তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে' *(আল-আনআম, ৬/১২০)*।

বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। নিয়মিত নামাজ পড়ে, দ্বিনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গোনাহের কাজে লিপ্ত।

অনেকে তো প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কবিরা গোনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেকি, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট করে দেয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন করো, যারা পাপ করে, অচিরেই তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি দেওয়া হবে।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ১২০) এ ধরনের গোপন পাপ কথার দ্বারাও হতে পারে, চিন্তা বা নিয়তের দ্বারাও হতে পারে, আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে।

গোপনে গাইরুল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা—কথার গোপন পাপ। রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা—নিয়ত বা চিন্তার গোপন পাপ। আর অপ্রকাশ্য ব্যভিচার বা গোপন জিনা—কর্মগত গোপন পাপ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা—যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি।আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৩৩)

প্রকাশ্য গোনাহের চেয়ে গোপনে করা গোনাহ বেশি ভয়াবহ। কেননা যখন কেউ গোপনে গোনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিয়ে নেয়। ক্রমাগত সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবস্থা কখনো এত ভয়ানক হয় যে তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বর্তমান সময়ে গোপন গোনাহের সরঞ্জাম অনেক বেশি, আর উপকরণগুলোও সহজলভ্য। তাই সমাজের মানুষ দিন দিন গোপন গোনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বিনদার শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে আলেমরাও বাদ পড়ছেন না। আল্লামা ইবনে জাওজি (রহ.) বলেন, 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহ রগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে।' বলা হয়, 'গোপন গোনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মানুষের খারাপ মৃত্যু (অপমৃত্যু) হয়।'

গোপন গুনাহের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ

গোপন গুনাহ হলো এমন পাপ যা মানুষ গোপনে করে এবং যা অন্যদের কাছে প্রকাশিত হয় না। এ ধরনের গুনাহ সাধারণত চার প্রকারে বিভক্ত:

১. **নৈর্ব্যক্তিক গুনাহ**:

- আল্লাহর আদেশের প্রতি অবহেলা বা অমান্যতা।

- উদাহরণ: নামাজ না পড়া, রোজা না রাখা, যাকাত না দেওয়া ইত্যাদি। এসব কাজের মাধ্যমে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘিত হয়।

২ **নৈতিক গুনাহ**:

- ব্যক্তিগত চরিত্রের দুর্বলতা।

- উদাহরণ: মিথ্যা বলা, ধোঁকাবাজি করা, প্রতারণা করা ইত্যাদি। এ ধরনের গুনাহ মানুষের নৈতিক চরিত্রকে দুর্বল করে।

৩. **আচরণগত গুনাহ**:

- কর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এমন পাপ যা সাধারণত গোপনে করা হয়।

- উদাহরণ: চুরি করা, ব্যাভিচার করা, অবৈধ সম্পর্ক রাখা ইত্যাদি। এসব গুনাহ অন্য মানুষের ক্ষতি করে।

৪ **মনের গুনাহ**:

- মন এবং চিন্তায় পাপ করা।

- উদাহরণ: হিংসা করা, কুদৃষ্টি রাখা, কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা ইত্যাদি। মনের এই গুনাহগুলো মানুষের ভিতরের অবস্থা প্রকাশ করে।

এসব গুনাহ থেকে বাঁচতে তাওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। এছাড়া, নিয়মিত ইবাদত ও সৎ জীবনযাপন করতে হবে।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি:

ইসলামে গোপন গুনাহ (পাপ) করা গুরুতর একটি বিষয়। ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী, আল্লাহ সবকিছু দেখেন এবং জানেন। তাই মানুষ গোপনে যা করে তা আল্লাহ থেকে গোপন থাকে না। কুরআনে বলা হয়েছে, "আল্লাহর কাছে তোমাদের গোপন কথা ও প্রকাশ্য কথা সবই সমান" (সুরা আল-মুলক, ৬৭:১৪)। গোপন গুনাহ করলে তা আল্লাহর কাছে স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, কারণ আল্লাহ পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি গুনাহ করে এবং তা গোপন রাখে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন যদি সে খাঁটি অন্তর দিয়ে তওবা করে।"

অন্যান্য ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি:

বিভিন্ন ধর্মে গোপন গুনাহ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। খ্রিস্টধর্মে গোপন পাপও গুরুতর বিবেচিত হয় এবং যীশু খ্রিস্টের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে মুক্তির পথ রয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে, "যে নিজের পাপ গোপন রাখে, সে সফল হবে না; কিন্তু যে তা স্বীকার করে এবং ত্যাগ করে, সে দয়া পাবে" (নীতি বাক্য ২৮:১৩)। হিন্দুধর্মে গোপন পাপ ও কর্মফল বা "কর্মা" এর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। ভগবদ গীতায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেক কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে"। বৌদ্ধধর্মে গোপন পাপও কর্মের মাধ্যমে জীবনে ফিরে আসে এবং নিভ্রাণ লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

এভাবে, প্রতিটি ধর্মেই গোপন গুনাহের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে এবং এ থেকে মুক্তি পেতে যথাযথ পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

গোপন গুনাহের প্রকারভেদ

গোপন গুনাহ হলো এমন পাপ বা অপরাধ যা মানুষ প্রকাশ্যে করে না, বরং গোপনে সম্পন্ন করে। এ ধরনের গুনাহর প্রকারভেদ করা যেতে পারে বিভিন্নভাবে।

প্রথমত, ব্যক্তিগত পাপ: এ ধরনের গুনাহ ব্যক্তি নিজে করে, যেমন মিথ্যা বলা, চুরি করা, পর্নোগ্রাফি দেখা, মাদক সেবন ইত্যাদি। এ ধরনের পাপ গোপনে করা হলেও আত্মার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয়ত, হৃদয়ের গুনাহ: এটি হলো অন্তরের গুনাহ, যেমন হিংসা, অহংকার, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা। এই পাপগুলি প্রকাশ্যে না হলেও মানুষের চিন্তা ও মানসিকতাকে কলুষিত করে।

তৃতীয়ত, লুকানো অত্যাচার: এটি এমন গুনাহ যা সমাজের অন্য মানুষদের উপর গোপনে অত্যাচার করা হয়, যেমন কারো পেছনে লাগানো, গোপনে কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি।

চতুর্থত, ধর্মীয় গুনাহ: এই ধরনের গুনাহ ধর্মীয় বিধান ভঙ্গ করে, যেমন নামাজ বা রোজা না রাখা, কিন্তু সমাজের ভয়ে বা লোক দেখানোর জন্য ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করা।

এসব গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে আত্মশুদ্ধি ও ইমানের পাথেয় প্রয়োজন। তওবা করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা জরুরি। গোপন গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে, আত্মসমালোচনা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

গোপন গুনাহের প্রকারভেদ মানব সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। গোপন গুনাহের মূল সূচক হলো যে গুনাহ বা অপরাধ সমাজের স্বীকৃত নয় এবং তা লুকিয়ে রাখা হয়। এই গুনাহগুলি প্রায়শই মূলত ব্যক্তিগত বা গোপন স্থানে ঘটে, এতে অস্থিরতা এবং নৈতিকতার বিপরীত প্রভাব পড়ে।

শারীরিক গুনাহের মধ্যে যৌন অপরাধ, অত্যাচার, নির্যাতন ইত্যাদি সম্মিলিত। এগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নীতি ও নির্দেশিকা বিপরীতে ঘটে এবং ব্যক্তিগত মর্যাদা ও নিজের মর্যাদার ভঙ্গ দেয়।

মানসিক গুনাহের মধ্যে চোরাচালান, অপমান, অভিশাপ, বিশ্বাসঘাত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এগুলি সামাজিক সম্পর্কে অনিশ্চিততা এবং ভালবাসা বা বিশ্বাসের অভাবের কারণে হতে পারে।

সামাজিক গুনাহের মধ্যে কোর্টেসি ভঙ্গ, অসংলগ্নতা, প্রতারণা, মিথ্যা কথা বা বিতর্ক সম্মিলিত। এগুলি সামাজিক সম্পর্কে মনোনিবেশ ও সংস্কৃতির গড়ে বাধা দেয়। গোপন গুনাহের এই প্রকারভেদ সমাজের ন্যায় ও নৈতিকতার বিপরীতে ক্রমাগত ঘটে এবং সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় রাখা হয়। এগুলি সমাজের সামাজিক ও মানবিক উন্নতির বাধা হতে পারে এবং সামাজিক সংগঠন এবং শাস্তি প্রণালীর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।

গোপন গুনাহের প্রভাব

গোপন গুনাহ কোনো ব্যক্তির জীবনে, পারিবারিক জীবনে, এবং সামাজিক জীবনে অগত্যাৎ প্রভাব ফেলে। প্রথমেই, ব্যক্তিগত স্বার্থের চাপে গোপন কাজের জন্য অনেকে অবশ্যই ন্যূনতম মানদণ্ড পালন করেন, এ সময় তাদের আত্মবিশ্বাস নিকৃষ্ট হতে থাকে এবং তাদের মৌলিক মূল্যায়ন পরিবর্তিত হয়। এই ক্ষেত্রে সমাজের অন্যান্য সদস্যরা তাদের সাথে যৌথভাবে থাকতে নারাজ হতে পারে এবং অস্বীকার করতে পারে এই ধরনের কৃতিত্ব।

দ্বিতীয়ত, গোপন গুনাহের প্রভাব পারিবারিক জীবনে অবশ্যই অনুভব হয়। এটি পারিবারিক সম্পর্কে অস্থিরতা ও অবনমনের কারণ হতে পারে। গোপন গুনাহের ফলে

পরিবারের ভারসাম্যিকতা নষ্ট হতে পারে এবং এটি অনেক সময় পরিবারের মধ্যে অস্থিরতা ও মনোবিব্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

তৃতীয়ত, সামাজিক জীবনে গোপন গুনাহের প্রভাব দেখা যায় সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে নেতিবাচক ভাবে। সামাজিক নীতির দৃষ্টিতে তারা গোপন কৃতিত্ব করতে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে হতাশ ও অবমানিত অবস্থায় ফেলতে পারে।

সমগ্রতঃ, গোপন গুনাহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলে এবং এটি সমাজের সামগ্রিক উন্নতি এবং সমান্যতা অনুভব করতে পারে।

গোপন গুনাহ এবং মনস্তত্ত্ব

গোপন গুনাহ এবং মনস্তত্ত্ব একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগিত। এগুলোর প্রভাব মানসিক স্বাস্থ্যে ও আত্মসম্মানের উপর অবাধিত। গোপন গুনাহ আত্মত্যাগ এবং অস্বীকৃতির সৃষ্টি করে, যা চিরকালের মধ্যে মানসিক বাধা এবং মনের অস্থিরতা সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, গোপন গুনাহ মনস্তত্ত্বের আত্মসম্মানের উপর ধ্বংসকর প্রভাব ফেলে। অনেক সময় মানসিক দুর্বলতা, অবাঞ্ছিত অবস্থা এবং আত্মহত্যার চেষ্টা এই ধ্বংসকারী প্রভাবের সৃষ্টি করে। এছাড়াও, গোপন গুনাহ ব্যক্তির অবস্থান ও সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে, যা আত্মসম্মানের অপচয় করে। গোপন গুনাহ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা অস্বীকার্য হতে পারে, যা আত্মসম্মানের অপচয় বৃদ্ধি করে। একাধিক সমাজে গোপন গুনাহের অস্তিত্ব মোকাবেলায় মানসিক অবস্থা সংঘটিত করে, যা অবাঞ্ছিত ফলাফল উৎপন্ন করে। সমগ্রভাবে, গোপন গুনাহ মানসিক স্বাস্থ্য এবং আত্মসম্মানে অগতিমূলক প্রভাব ফেলে যা ব্যক্তির জীবন এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

গোপন ইবাদত যেমন আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয়, তেমনি গোপন অপরাধ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। গোপনে কারো হক নষ্ট করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, গোপনে হারাম

কাজে লিপ্ত হওয়া—সবই গোপন অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। বান্দা গোপনে গুনাহ করতে করতে অন্তর কলুষিত করে ফেলে। ফলে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। হাদিসে এসেছে, বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর সে যখন গুনাহর কাজ পরিহার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাওবা করে, তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়।

সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তায়ালা যার বর্ণনা করেছেন, 'কখনোই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে জং (মরিচা) ধরিয়েছে।' (সুরা : মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৪) (তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৩৪)

গোপন গুনাহর পরিণতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বলেন, তারা তোমাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে। (ইবনে মাজাহ : ২/১৪১৮)।

গোপন গুনাহের উদাহরণসমূহ

- **গোপনে মিথ্যা প্রচার বা প্রতারণা:** ইসলামে মিথ্যা প্রচার করা একটি অত্যন্ত ঘৃণিত অপরাধ। মিথ্যা সাক্ষাৎকারের পরিণাম মানে মিথ্যা শাহাদাতের ব্যাপারে একটি কাফেরাত। ইসলামী শাস্তির অন্তর্ভুক্ত সংখ্যক আয়াত এবং হাদিস মিথ্যা প্রচার ও প্রতারণাকে অত্যন্ত শাস্তিযোগ্য করে। মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে অন্যের সম্মান ও শান্তির অধিকার চিৎকার করা হয় এবং সামাজিক বন্ধুত্বের সম্মতি ধ্বংস করা হয়।

- **অশ্লীল ম্যাটেরিয়াল দেখা বা শুনা:** ইসলামে, অশ্লীলতা মনঃনিষ্কাসনের জন্য অত্যন্ত মানা হয়। অশ্লীল ম্যাটেরিয়াল দেখা বা শুনা অবশ্য পূর্ণ পরিহার্য নয়, তবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ধরনের কাজগুলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং অন্যের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে মানা হয়। অশ্লীল ম্যাটেরিয়ালের সাথে আবির্ভাবিত হওয়া অথবা তা শেয়ার করা সুপারিশযোগ্য নয়, যেটি অন্যের মনোযোগ ও ব্যক্তিগত মানসিক স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা।

- **অপরকে নিন্দা বা অপমান করা:** ইসলামে, অপরকে নিন্দা বা অপমান করা অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি অপরাধ। প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার অত্যন্ত মৌলিক ও অপরিসীম এবং সমাজের বিশেষত্ব অত্যন্ত মৌলিক। অপরকে অপমান করা একটি সৎকর্মবিরোধী প্রত্যাশিত অপরাধ।

- **অপরকে অবৈধ সাহায্য করা:** অন্যেরকে অবৈধ কাজে সাহায্য করা একটি পরাধীন অপরাধ। ইসলাম মানবিক মধ্যে ভেদ করে এবং অন্যের সাথে সতর্কতা এবং সহানুভূতির বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়। কারো অপরাধের সাথে যুক্ত হওয়া

- **অপরকে অবৈধ নির্দেশনা দেওয়া:** আদর্শত, ইসলাম মানুষের মধ্যে সম্পর্ক ও সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান করেছে। কিন্তু কারোকে অবৈধ কাজে উৎসাহিত করা বা নির্দেশনা দেওয়া, যেমন অবৈধ ব্যবসাবা
  প্রচুর সংখ্যক অনুমতি ছাড়াই প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প প্রচালনা, ইসলামে অগ্রাহ্য অবস্থায় পরিণত হয়।

- **আত্মহত্যা:** এটি একটি গোপন অপরাধ এবং এটি ইসলামে প্রতিষ্ঠিত নয়। ইসলামে, জীবন প্রদানের অধিকার কেবল আল্লাহ কে প্রযোজ্য হয়। আত্মহত্যা করা নিজের জীবনের একটি অবৈধ উপায় এবং এটি সমাজের জন্য হানিকর অবস্থা সৃষ্টি করে।

গোপন গুনাহ এবং প্রযুক্তি

ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যম প্রযুক্তি এখন গোপন অপরাধের জন্য একটি জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অবৈধ কাজে জড়িত হওয়া, প্রাইভেসি লুকানো, সামাজিক মাধ্যমে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং আরও অনেক অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে সেকলাই গোপন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

সামাজিক মাধ্যম প্লাটফর্ম যেমন Facebook, Twitter, Instagram ইত্যাদি ব্যবহার করে ব্যক্তিরা অবৈধ কাজে জড়িত হতে পারেন। এটি মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং অপরকে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে লুব্ধ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক মাধ্যমে ধর্ষণ, নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য চুরি, সাইবার বুলিং, অবৈধ মার্কেটিং প্রচার, ধারাবাহিক প্রতারণা ইত্যাদি দেখা যায়।

আরও একটি সহজ উদাহরণ হল, ইন্টারনেটে অবৈধ প্রতিবেদন প্রচারিত করা, যা সমাজের বিভিন্ন দিকে ভয়ানক প্রভাব ফেলতে পারে।

গোপন অপরাধের উন্নতির সাথে সাথে, সাইবার প্রাণবন্ধনা ও নিরাপত্তা প্রতিরক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাও বেড়েছে। কিছু উদাহরণ যদি দেয়া হয়, তাহলে বলা যায়

ইসলামে গোপন গুনাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। প্রযুক্তির উত্থানে ইন্টারনেট এবং সামাজিক মাধ্যমে গোপন অপরাধের প্রভাব অনেকটা বেশি হতে পারে। ইন্টারনেটের মাধ্যমএ

অপরাধীরা আসলে নামহীন হয়ে থাকে এবং গোপনতা বজায় রেখে তাদের প্রচারিত হয়ে থাকে। সামাজিক মিডিয়াও একই প্রকারে গোপন অপরাধের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, যেখানে অপরাধীরা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

উদাহরণসহ, সামাজিক মাধ্যমে গোপন অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে যেমন লাইভ ভিডিও অথবা ছবির মাধ্যমে অপরাধীরা অপরের গোপন ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করে তা ব্যবহার করে কিংবা ম্যাসেজিং অ্যাপে হুমকি বা অপবাদ প্রেরণ করে। আরও বেশিরভাগ প্রযুক্তির অবৈধ ব্যবহার ইন্টারনেটে হতে পারে, যেমন অবৈধ ডাউনলোড, ফিশিং, ম্যালওয়্যার, র্যানসমওয়্যার ইত্যাদি। এই সব প্রযুক্তিগুলি মানুষের গোপন তথ্যের সম্পর্কে ব্যবহৃত হতে পারে এবং অবৈধভাবে অপরের আত্মগোপন সঙ্গে হানি করতে পারে।

গোপন গুনাহ অনেকভাবে বাস্তব জীবনে ঘটে। এগুলি অবশ্যই স্থানীয় এবং ব্যক্তিগত সীমানা অতিক্রম করে সামাজিক নীতি এবং নৈতিকতার বিপরীতে ঘটে। এই গোপন অপরাধগুলি সমাজের পরিচিতি না পাওয়ার জন্য তাদের সাথে সম্পর্কিত লুকিয়ে থাকে এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। নিচে কিছু বাস্তব জীবনের উদাহরণ দেওয়া হলো:

- পরিবারের মধ্যে সম্পর্কে বিশেষ গোপনতা**: একজন পরিবারের সদস্য যেহেতু আরামকেটে বা সামান্য অনুভবে আচরণ করে, তার নিজের পরিবারের সম্পর্ক লুকিয়ে রাখা অনেকটাই দেখা যায়। অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তার

সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে দুর্বলতা অনুভব করে তারা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারেনা।

- অন্যের নিজের সম্পর্কে কথা বলা বা নকল করা**: কিছু মানুষ তাদের নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যিকারের সত্য অপসারণ করে অন্যের সামনে নিজেদের সুন্দর প্রতিকৃতি প্রদর্শন করে অথবা অন্যের সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে। তাদের বাস্তব ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে থাকা পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য মানুষের মধ্যে এই প্রকার গোপন অপরাধ থেকে জানেন না।

- শিক্ষার্থীর মধ্যে গোপন অপরাধ**: কিছু শিক্ষার্থীরা পাঠাগারে বা অন্য স্থানে গোপন ভাবে অপরাধ করে তাদের সহকর্মীদের সাথে। এটি তাদের শিক্ষার্থী জীবনের গোপন অপরাধের একটি উদাহরণ।

- পেশাদার মধ্যে অবৈধ আচরণ**: অনেক সময় পেশাদার ব্যক্তিরা তাদের পেশার প্রতিনিধিত্ব লুকিয়ে রাখে এবং অবৈধভাবে আচরণ করে তাদের সহকর্মীদের সাথে। এটি তাদের পেশাদার জীবনের গোপন অপরাধের একটি উদাহরণ।

গোপন পাপের শাস্তি ও ভয়াবহতা

পাপ খুবই মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ। পাপের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। পৃথিবীতে যেমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করতে হয়, পরকালেও তেমনি পাপের ফল হবে জাহান্নামের আগুন। প্রকাশ্য পাপের চেয়ে গোপনে করা পাপ বেশি ভয়াবহ। কারণ গোপনে যে পাপে লিপ্ত হয়, সে জেনে-বুঝে সচেতনভাবেই পাপে লিপ্ত হয়। আর কেউ যখন জেনে-বুঝে পাপে লিপ্ত হয়, তখন তার অন্তর থেকে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় বিদায় নেয়। অন্তর তাকওয়াশূন্য হয়ে পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে। ফলে অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মোনাজাতে চোখের পানি আসে না। একপর্যায়ে কোনো আমলেই আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কোরআন তেলাওয়াত মধুর লাগে না। এভাবে ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগোতে থাকে। সে বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচতে পারে না। একপর্যায়ে অবস্থা এতটা ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যে, সারাজীবন নেক আমল করেছে, লোকে তাকে ভালো জানত, কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান নসিব হয়নি। কেউ কেউ আবার ইসলামকেই অস্বীকার করে বসে। পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধান করে জানা যায়, মনুষ্যসমাজ তাকে ভালো জানলেও গোপনে মারাত্মক ধরনের গুনাহে লিপ্ত ছিল সে।

গোপন পাপের মাধ্যম : বর্তমানে গোপন পাপের মাধ্যম ও উপাদান সবার হাতের নাগালে সয়লাব। হাতের কাছে, বালিশের পাশে গুনাহের অসংখ্য বস্তু। আধুনিক পৃথিবীতে প্রযুক্তির সয়লাবের পাশাপাশি গুনাহের সয়লাবও হয়েছে। যেখানে গুনাহ করলে কেউ কিছু জানতে পারে না। শয়তানের প্ররোচনায় অনেক বড় পরহেজগার মুত্তাকি কঠিনতম গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। ইন্টারনেট গুনাহের রাশি রাশি উপাদেয় হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। প্রযুক্তির ভালো দিক যেমনি রয়েছে, তেমনি অশ্লীল গান, মুভি, পর্নো ইত্যাদি খারাপের দিকও ঢের কম নয়। তাই গোপন গুনাহের আশঙ্কা থেকে খুব অল্প মানুষই নিরাপদ!

গোপন পাপের ভয়াবহতা : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (ইবনে মাজা : ২/১৪১৮)

ইবনে রজব হাম্বল (রহ.) বলেন, বান্দার গোপন গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মন্দ মৃত্যু হয়ে থাকে, যা মানুষ জানে না; চাই তা খারাপ কোনো আমল হোক বা অন্য কিছু। তার এ গোপন চরিত্রই তার মন্দ মৃত্যুর কারণ হয়।' (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম: ১/১৭২)। হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বান্দাকে তার নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মধ্যে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তা হলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭) শায়খ ইবনুল আরাবি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তাঁর শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক : ৫/৩৫৬)

মানুষ যখন জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপনে গুনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিতে থাকে। অন্তর যখন তাকওয়াশূন্য হয়ে যায়, তখন অন্তর পাথরের মতো শক্ত হতে থাকে। তখন আর অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মুনাজাতে চোখের পানি আসে না। এক পর্যায়ে তার কোনো আমলে আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কুরআন তিলাওয়াত আর আগের মতো

মুধর মনে হয় না। ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সে বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচতে পারে না। অবস্থা তো কখনো এতটা ভয়ানক হয় যে, তার ইমান পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ইমানহীন অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে।

আর কেউ কেউ আসেন মানুষ পাপ করতে করতে এক সময় পাপকে আর পাপই মনে করে না! তার কাছে পাপ করা তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার হয়ে যায়। তখন আল্লাহর ক্রোধ আর পরকালের ভয়াবহ আযাবকে সে পরোয়া করে না। ফলে, এক পর্যায়ে আল্লাহ তার জন্য পাপের কাজকে তার প্রিয় করে দেন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন,

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ

অর্থঃ যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে। (সূরা আল-ফাতির, আয়াত: ৮)

সে পাপ কাজকে তখন ভালোবাসতে শুরু করে; ফলে তার তাওবাহ করার নসিব হয় না। আর এই অবস্থায় সে আল্লাহর ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত। নিয়মিত নামাজ পড়ে, দ্বিনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গোনাহের কাজে লিপ্ত। অনেকে তো প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কবিরা গোনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেকি, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট করে দেয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

وَذَرُوا ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا۟ يَقْتَرِفُونَ

অর্থঃ তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ করেছে,

তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (আল আনআমঃ আয়াত নং-১২০)

এ ধরনের গোপন পাপ কথার দ্বারাও হতে পারে, চিন্তা বা নিয়তের দ্বারাও হতে পারে, আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। গোপনে গাইরুল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা—কথার গোপন পাপ। রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা—নিয়ত বা চিন্তার গোপন পাপ। আর অপ্রকাশ্য ব্যভিচার (পরকীয়া) বা গোপন জিনা (প্রেম)—কর্মগত গোপন পাপ। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطٰنًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
অর্থঃ আপনি বলে দিনঃ আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না। [আল আরাফঃ আয়াত নং-৩৩]

প্রকাশ্য গোনাহের চেয়ে গোপনে করা গোনাহ বেশি ভয়াবহ। কেননা যখন কেউ গোপনে গোনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিয়ে নেয়। ক্রমাগত সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবস্থা কখনো এত ভয়ানক হয় যে তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।বর্তমান সময়ে গোপন গোনাহের সরঞ্জাম অনেক বেশি, আর উপকরণগুলোও সহজলভ্য। তাই সমাজের মানুষ দিন দিন গোপন গোনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বিনদার শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে আলেমরাও বাদ পড়ছেন না।

পূর্বের ও বর্তমানের একাধিক ঘটনা পাওয়া যায় যে, সারাজীবন দ্বীনদার ও পরহেজগার হিসাবে পরিচিত লোকটির মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হচ্ছে না। যতই চেষ্টা করছে, মুখ থেকে কালিমা বের হচ্ছে না। অনেকে তো শেষ সময়ে এসে সরাসরি ইসলামকেই

অস্বীকার করে বসছে। কেউ কুরআন সামনে নিয়ে বলছে, আমি এর সবকিছু অস্বীকার করলাম। নিজ স্বীকারোক্তি বা পরিবার ও ভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, সে বাইরে সবার কাছে ভালো দ্বীনদার হিসাবে প্রকাশ করলেও গোপনে নিয়মিত কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকত। উপরে উপরে সবাই তাকে ভালো হিসেবে জানলেও মানুষের অগোচরে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহে লিপ্ত হতো।

বর্তমানে গোপন গুনাহের আসবাব অনেক বেশি। উপকরণগুলো অত্যন্ত সহজলভ্য। তাই আমাদের যুবসমাজ দিন দিন গোপন গুনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বীনদার শ্রেণিও বাদ পড়ছে না। এর ভয়াবহ ফলাফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রচুর মানুষ এখন সংশয়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। দু'চারজন এটা নিয়ে চিন্তিত ও চিকিৎসা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে উদাসীনই থেকে যাচ্ছে। শেষ জমানায় যে মানুষ ব্যাপকহারে ইমানহারা হতে থাকবে, তার বাস্তবায়ন বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানের ভয়ংকর এ সময়ে কতজন যে মুক্তি পাবে, তা একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা জানেন!

ইমাম ইবনুল জাওজি রহ. বলেন :

والحذر الحذر من الذنوب، خصوصًا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية،

'গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বান্দাকে তাঁর নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭, প্রকাশনী : দারুল কলাম, দামেশক)

ইমাম ইবনুল আরাবি রহ. বলেন :

أخسر الخاسرين من أبدى لِلنَّاسِ صَالِح أعماله، وبارز بالقبيح من هُوَ أقرب إِلَيْهِ من حبل الوريد.

‘সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তাঁর সামনে বদ আমল করে।’ (তারিখু দিমাশক : ৫/৩৫৬, প্রকাশনী : দারুল ফিকর, বৈরুত)

হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রহ. বলেন :

أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ، إِمَّا مِنْ جِهَةِ عَمَلٍ سَيِّئٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَتِلْكَ الْخَصْلَةُ الْخَفِيَّةُ تُوجِبُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

‘বান্দার গোপন গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মন্দ মৃত্যু হয়ে থাকে, যা মানুষ জানে না; চাই তা খারাপ কোনো আমল হোক বা অন্য কিছু। তার এ গোপন চরিত্রই তার মন্দ মৃত্যুর কারণ হয়।’ (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১/১৭২/১৭৩, প্রকাশনী : মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

আল্লামা ইবনু কাইয়িম জাওজিয়া রহ. বলেন :

أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات.

‘সব আল্লাহওয়ালা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গোপন গুনাহ-ই অধঃপতন ও অবনতির প্রধান কারণ।’ (মাউকিউ দুরারিস সুন্নিয়্যা : ১/২৪৩)

গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়সমূহ

১. রোনাজারি করা ও আল্লাহর কাছে দুআ করা; যেন তিনি তাঁর নাফরমানি ও সকল গুনাহ থেকে হিফাজত করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

'আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা আল-বাকারা : ১৮৬)

২. নফসের সাথে মুজাহাদা করা, তার কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন : وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।' (সুরা আশ-শামস : ৭-১০) তিনি আরও বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
'যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।' (সুরা আল-আনকাবুত : ৬৯)

৩. কিয়ামতের দিন গোপন গুনাহকারীদের আমলসমূহ ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করা। বিশ্ব নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ

وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا» ، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا

'আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (সুনানু ইবনি মাজাহ : ২/১৪১৮, হা. নং ৪২৪৫ প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যি)

৪. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পর্যবেক্ষণের কথা চিন্তা করা যে, তিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে ভয় করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থঃ হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (আন নিসাঃ আয়াত নং-১)

৫. গুনাহ করার সময় এ চিন্তা করা যে, আমার শ্রদ্ধেয় বড় কেউ দেখলে কি আমি এমন গুনাহ করতে পারতাম? এভাবে নিজের লজ্জাবোধ জাগ্রত করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : وَاسْتَحِ اللَّهَ اسْتِحْيَاءَ رَجُلٍ ذِي هَيْبَةٍ مِنْ أَهْلِكِ 'তুমি তোমার পরিবারের কোনো প্রভাবশালী সদস্যকে যেমন লজ্জা পাও, আল্লাহকে (কমপক্ষে) তেমন লজ্জা করো।' (মুসনাদুল বাজ্জার : ৭/৮৯, হা. নং ২৬৪২, প্রকাশনী : মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হিকাম, মদিনা)

৬. এ চিন্তা করা যে, গুনাহরত অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কিভাবে আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। বিশ্ব নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

'প্রত্যেক ব্যক্তিকে (কিয়ামতের দিন) ওই অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে।' (সহিহু মুসলিম : ৪/২২০৬, হা, নং ২৮৭৮, প্রকাশনী : দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

৭. আল্লাহর নিয়ামত ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করা এবং জাহান্নামের আজাব ও ভয়ানক শাস্তি কল্পনা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন : إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে, সে? তোমরা যা ইচ্ছা করো। নিশ্চয় তিনি দেখেন, যা তোমরা করো।' (সুরা ফুসসিলাত : ৪০)

৮. অবসরে জিকির ও ফিকিরে থাকার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ইরশাদ করেন, إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلٰفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَءَايٰتٍ لِّأُولِى الْأَلْبٰبِ অর্থঃ নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্যে। (আল ইমরানঃ আয়াত নং ১৯০)

তিনি আরও বলেন, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيٰمًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بٰطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থঃ যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষযে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোযখের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (আল ইমরানঃ আয়াত নং-১৯১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার কাছে আমরা ইমানের জন্য নিয়মিত দুআ করতে থাকি। গোপন গুনাহ থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকি। মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে দূরে থাকি। দ্বীনদার আলিমদের সোহবত বেশি বেশি ইখতিয়ার করি এবং কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার ও ইসলামি বই অধিকহারে অধ্যয়ন করতে শুরু করি।

সুতরাং, পাপ হয়ে গেলে দ্রুতই ফিরে আসতে হবে এবং তাওবাহ করতে হবে। পাপের মধ্য অটল থাকা যাবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা আমাদের হিফাজত করুন। শিরকমুক্ত ইমান ও বিদআতমুক্ত আমল দান করুন। ইমানের হালতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার তাওফীক দান করুন। ওমা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন।

সমাজে গোপন গুনাহের প্রতিকার

সমাজে গোপন গুনাহের প্রতিরোধে শিক্ষা ও সচেতনতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিক্ষা সম্পর্কে, গোপন গুনাহ বা অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতি সচেতনতা তৈরি করে, মানুষের চিন্তার পরিবর্তন এবং তাদের কার্যকলাপের পরিবর্তনে অবদান রাখে। সচেতনতার মাধ্যমে মানুষ অন্যদের কাছে সঠিক এবং গোপন গুনাহের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রদান করতে পারে, সেইসাথে তারা নিজেরা এদের মৌলিক সংস্কার এবং নৈতিক মূল্য অনুসরণ করতে বাধ্য হন।

পারিবারিক বন্ধনও গোপন গুনাহের প্রতিরোধে একটি প্রভাবশালী উপায়। পারিবারিক বন্ধন একটি মানুষের আচরণের ও মতামতের নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। একটি সহযোগিতামূলক ও সহানুভূতিপূর্ণ পরিবার সদস্যেরা একে অপরের সাথে বিশ্বাস এবং সম্মতি অনুভব করে। এই সম্পর্কের মাধ্যমে একে অপরকে পরামর্শ এবং সাহায্যের জন্য বাঁধা করা যায়, যাতে অন্যদের সাহায্য অনুগ্রহ পেতে হয় না।

প্রতিরোধের সাথে এই উপায়গুলি সংযোগ করে একটি অগ্রগতির সারথক পথ তৈরি করে। এই পথে মানুষেরা নিজেদের এবং অন্যদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে, এবং সমাজে একটি ভাল আবাসন উত্থান করে।

গোপন গুনাহ এবং আইন

ইসলামী আইনে গোপন গুনাহের প্রস্তুতি ও সাজাপ্রাপ্তির বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা রয়েছে। ইসলামী আইনে গোপন গুনাহ সাধারণত দুটি ধরণের হতে পারে: একটি ব্যক্তির মধ্যে আলোচনার অংশগ্রহণ না করা, এবং প্রতিরোধশীলতা করা।

প্রথমত, গোপন গুনাহের প্রস্তুতি নিয়ে ইসলামী আইন একত্রিত নজর রাখে যেখানে প্রথমেই এই ধরনের অপরাধ সাধারণত সমাজের কাছে গোপন থাকে। তবে, এই অবস্থা সামান্য নয়, এটি অধিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সূচনা করে যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলামী আইনে, গোপন গুনাহ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধতা অথবা সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধাপ্রমাণের অভাবকে মেনে নেয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী আইন প্রতিরোধশীলতা বাড়াতে চায় যাতে সামাজিক প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মানবিক সম্মান ও আদর বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করা যায়। সামাজিক সংকটের সময়, প্রতিরোধশীলতা আদায় করা সময়কালে সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।

সংক্ষেপে, ইসলামী আইনে গোপন গুনাহ এবং আইনের সাথে মিল করে যান। গোপন গুনাহের প্রতিরোধে শিক্ষা, সংস্কৃতির মূল্য ও আদর বজায় রেখে সমাজের নিতান্ত উন্নতি ও সুরক্ষা সম্পর্কে আশা করা হয়।

গোপন গুনাহ এবং যুব সমাজ

ইসলামে গোপন গুনাহ এবং যুব সমাজের প্রবণতা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা একইতরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে সংযুক্ত। যুব সমাজের প্রবণতা বা আচরণের সাথে যৌথভাবে যে গোপন গুনাহ জড়িত তা উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সমস্যার সাথে সাথে ইসলামী সমাজে গোপন গুনাহের প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

যুব সমাজে গোপন গুনাহের প্রবণতা হলো অনেকগুলো কারণে দেখা যায়। প্রথমত, যৌন আত্মসমর্থন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনুভবের জন্য যুবরাজ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রকাশের চাপ থাকে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক মাধ্যম এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে যৌনতা এবং অবাঞ্ছিত প্রেমের প্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গোপন গুনাহের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। তৃতীয়ত, নারীবাদ, অবসাদ, অপ্রস্তুতি, ও নিরাপত্তার অভাবে যুবরাজ্যে গোপন গুনাহের সম্মিলন হয়েছে

দৃষ্টি সংযত না রাখা

অন্তরের নূর চলে যাওয়া ও অন্তর কলুষিত হওয়ার একটি কারণ হলো দৃষ্টি অবনত না করা। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে বড় গুনাহের দিকে যায়। এমনকি জিনার প্রতি প্রলুব্ধ করতে থাকে। এ জন্যই নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীর থেকে একটি তীর।’ (মুসনাদে আশ-শিহাব ১/১৯৫)

এই তীরে বিদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে হলে নজর হেফাজত করতে হবে। অন্যথায় অগণিত নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। রাসুল (সা.) উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা দৃষ্টিকে নত করো, নিয়ন্ত্রণ করো এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করো। (তাবরানি, হাদিস : ৮০১৮)

পর্নোগ্রাফির প্রতি আসক্তি

এটিও গোপন গুনাহের একটি ধরন। চোখের খেয়ানতই হলো এই আসক্তির মূল কারণ। আত্মাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে এটি। লাখ লাখ তরুণ-তরুণী এর ভয়াল থাবায় আক্রান্ত। অনেকে চেষ্টা করেও বের হতে পারছে না। মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে এটি গ্রাম-গঞ্জেও। এর প্রতিক্রিয়া এতটাই ভয়াবহ যে দাম্পত্যজীবন নষ্ট করার পেছনেও এর প্রভাব বিদ্যমান। বিয়ের পরও অনেকে এর আসক্তি থেকে বের হতে পারছে না। ভেবে দেখেছেন, এই পর্নোগ্রাফি কতটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে? অনেকে অজান্তেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৯৫)

সমাজে অধিক হারে ধর্ষণের জন্য এই পর্নোগ্রাফি দায়ী। অথচ এটি চোখের জিনার অন্তর্ভুক্ত। হাদিসে এসেছে, নিঃসন্দেহে দুচোখের ব্যভিচার হলো তাকানো, দুকানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া এবং হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা সত্যায়িত করে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (মুসলিম, হাদিস : ৬৬৪৭)

গোপন গুনাহের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

গোপন গুনাহ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বিবেচনা করা হলে, এটি সামাজিক পরিবেশে একটি গোপন বা অন্ধকারে ঘটে থাকে এবং সামাজিক মানদণ্ড এবং আইনের বিরুদ্ধে হত্যা, চুরি, ধারণধর্ষণ, ব্যভিচার, নির্লজ্জতা ইত্যাদির মত পাপকর কার্যকলাপ যেখানে সমাজের ভালবাসা, শান্তি এবং আদরের ভাব মাঝে থাকা স্বাভাবিক নীতিমালা বা সামাজিক মর্যাদা বিরোধী। এই ধরনের গোপন অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সমাধানের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।

প্রথমত, সমাজের ধারণা অসামঞ্জস্য ও মিথ্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের অপরাধের প্রকাশনার মাধ্যমে সামাজিক চেতনা তৈরি করা যেতে পারে। সামাজিক মাধ্যম এবং শিক্ষা ব্যবস্থা মাধ্যমে মানবাধিকার, নৈতিকতা এবং ভাল সম্পর্ক প্রস্তুত করা হতে পারে। আরেকটি পদক্ষেপ হলো সামাজিক শাস্তি প্রণালী প্রবল করা। যদিও প্রতিষ্ঠিত আইন সম্মত শাস্তি প্রণালী বিদ্যমান, তবে এটি কঠিন অনুসন্ধানের অভাবে প্রভাবশালী হতে পারে। সামাজিক সমাধানের একটি অন্য দৃষ্টিভঙ্গি হলো নেতিবাচক পরিবর্তন। সচেতনতা বাড়ানো, বিদ্যুৎ জ্ঞানের প্রচার এবং সহায়তা, বাস্তব জীবনে দরিদ্রদের সাথে সহবাস এবং পরিবারের ভালবাসা এবং সামাজিক প্রান্তে ভাল শিক্ষার মাধ্যমে অপরাধের প্রতি প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

সংক্ষেপে, গোপন গুনাহ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সমাধানে সামাজিক সংস্কার, সচেতনতা এবং শাস্তি প্রণালী সহ নেতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন। এই মাধ্যমে সমাজে সামাজিক ন্যায্যতা, সমগ্রতা এবং ন্যায় বিচারের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় এর করনীয়।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত উচ্চ। এটি শরিয়াতের মূল অংশ এবং মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই, ইসলামে জ্ঞানের অধ্যয়ন এবং শিক্ষার প্রস্তুতি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আল-কুরআনের ধারণা অনুসারে, মুসলিমদের প্রাথমিক দায়িত্ব তাদের আত্মবিকাশ এবং পৃথিবীর উন্নতি নিশ্চিত করা। সেই উদ্দেশ্যে, ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণভাবে নিয়েমিত করা হয়েছে।

গোপন গুনাহ সম্পর্কে, ইসলামে প্রত্যেক মুসলিমকে দায়ী করা হয়েছে সত্যের পথে চলতে। গোপন গুনাহের ক্ষেত্রে, অন্যের মধ্যে বিশ্বাসের পরিবর্তে খেদ এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ইসলামিক শাস্তির অনুমতির মাধ্যমে, মুসলিমদের অন্যান্য জনগণের সহায়তা এবং পরামর্শের মাধ্যমে তাদের গোপন গুনাহ ক্ষমা করা হয়। সহানুভূতি, ক্ষমা, এবং উপদেশ প্রক্রিয়ায় মুসলিমদের অন্যের মধ্যে বিশ্বাস এবং সহানুভূতি বাড়ায়।

শিক্ষাব্যবস্থায় গুনাহ প্রতিরোধে, ইসলামি সমাজ গোপন গুনাহের প্রতিরোধে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে। পরিস্থিতি অনুযায়ী, মধ্যমে গোপন গুনাহের প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজের সদস্য প্রতিবদ্ধ হতে অথবা অন্য ব্যক্তিদের প্রতি করুণা এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে গোপন গুনাহ প্রতিরোধ করে।

গোপন গুনাহ গোপন রাখুন

‘ভুল-শুদ্ধ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় মিলিয়েই মানুষ। মানুষ ভুল করবেই। ভুল করাটাই মানুষের বৈশিষ্ট্য। প্রথম মানব আদম (আ.) থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব মানুষের দ্বারাই ভুলচুক হয়েছে। পাপের পথে জীবনে কখনো না কখনো সব মানুষেরই পা গিয়েছে।

মানুষকে আল্লাহ ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন। সেই স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ পাপের পথে

গিয়েছে, যায়; যায় পুণ্যের পথেও। ইবলিস আর আদমের পার্থক্যই এটা যে, মানুষ ভুল করে আবার ক্ষমাও চায়। অনুতপ্ত হয়। কিন্তু ইবলিস তা করে না। এ কথাগুলোই কিন্তু আমরা হাদিস থেকেই জানতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মানুষ মাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাহকারীরাই হচ্ছে উত্তম।' (তিরমিজি-২৪৯৯)।

পাপ হয়ে গেলে আমাদের করণীয় হচ্ছে সেই ভুল থেকে অনুতপ্ত হৃদয়ে রাব্বুল আলামিনের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। তওবা করা। ওই ভুল আর জীবনে দ্বিতীয়বার না করার ওয়াদা করা। এটুকু আমরা অনেকেই করি, সঙ্গে আরেকটি ভুলও করি। সেটা হচ্ছে আমরা যে এতদিন ভুল করে এসেছি, পাপ করে এসেছি, সেই ভুল বা পাপকে প্রকাশ করে বেড়ানো।

বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার এ যুগে আমরা অনেকেই নিজের পূর্ব জীবনের কৃত ভুলকে বা পাপকে খুব রসিয়ে রসিয়ে প্রচার করে বেড়াই! পূর্ব জীবনে কী করেছি, কোথায় করেছি বা কীভাবে করেছি ইত্যাদি। আর অনেকেই এগুলো করে 'দ্বীনে ফেরা' নামক বয়ানের মাধ্যমে! আবার নানাবিধ রেডিওতে জীবনের গল্প নামেও এসব ঘটা করে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। অথচ এটা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিবিরোধী কাজ। আমরা পূর্ব জীবনে ভুল করেছি মানে তো সে ভুলের জন্য রাব্বুল আলামিনের দরবারে অনুতপ্ত থাকব।

পাপ প্রকাশ করা মানে সেটার ব্যাপারে মানুষকে সাক্ষী বানিয়ে নেওয়া। মানুষ যখন পাপের সাক্ষী হয়ে যায়, তখন সেই পাপ কিন্তু সহজে ক্ষমাযোগ্য হয় না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে তার বান্দাদের উদ্দেশে ঘোষণা দিয়েছেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ পরিত্যাগ কর।' (সূরা আনআম : ১২০)। এখন আপনি পাপ প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহর দুটো আদেশ অমান্য করেছেন। একটা হচ্ছে পাপ করেছেন, তা এখন করেছেন অথবা পূর্বে করেছেন, সেটা গোপনে বা প্রকাশ্যে। তো পাপ করার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে একটা ভুল করেছেন।

আবার সেটিকে প্রকাশ করে আরেকটি অন্যায় করেছেন। আপনি এটা প্রকাশের আগে এত মানুষ জানত না, যা এখন জানে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না।' (সূরা নিসা : ১৪৮)।

এখন যেখানে আল্লাহ নিজেই মন্দ বিষয় প্রকাশ পছন্দ করেন না, সেখানে আপনি কী জন্য মন্দের প্রকাশ ঘটান? পাপ করে সেটা প্রকাশ ও প্রচার করা অনেক বড় একটি গুনাহ। আপনার আগের কৃত গুনাহটি যদি ছোট গুনাহ হয়, প্রকাশ করার ফলে এটি বড় গুনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আমার সব উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে প্রকাশকারী এর ব্যতিক্রম। আর নিশ্চয়ই এটা বড় অন্যায় যে, কোনো লোক রাতে অপরাধ করল, যা আল্লাহতায়ালা গোপন রেখেছেন। কিন্তু সে সকালে মানুষের কাছে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে আল্লাহ তার পাপকর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার ওপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল।' (বুখারি-৬০৬৯)।

মহান আল্লাহ পাপ প্রকাশকারীর ব্যাপারে এত কঠোর কেন? কেন তিনি প্রকাশকারীকে ক্ষমা না করার ঘোষণা দিয়েছেন? এর কারণ হচ্ছে, একে তো আপনি গুনাহ করেছেন, আবার মুমিনদের মাঝে প্রকাশ বা প্রচারও করছেন সেই গুনাহকে। হয়তো এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে ফুটিয়ে তোলা বা নিজেকে প্রচারের সুপ্ত ইচ্ছা পোষণ করে আছেন, বা একটুখানি ভাইরাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষাতেই তা করছেন। আর নিজেকে প্রকাশ করার এ অনাকাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষাটা হলো এক প্রকার প্রদর্শনেচ্ছা। অথচ পাপের মাধ্যমে নিজেকে প্রদর্শন করা, প্রচার করা তো ভদ্রতা বিনয়হীনতার প্রমাণ। আমরা দুনিয়ায়ও যদি আমাদের বড়দের আদেশ অমান্য করি, তখন কি আমাদের ভেতর অনুসুচনা আর অনুতাপ আসে না? আমরা লজ্জিত থাকি না সেটা নিয়ে? অথচ

মানুষের চেয়ে আল্লাহর গায়রত বা আত্মমর্যাদাবোধ অনেকগুণ বেশি। সে কারণেই তিনি সর্বপ্রকার অশ্লীল ও পাপ কাজ হারাম করেছেন। (মুসলিম-২৭৬০)।

পাপ করে তা প্রকাশ করা দ্বিগুণ অপরাধ

মানুষ স্বভাবতই গুনাহ বা অপরাধপ্রবণ হয়। এটি মানব চরিত্রের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। আর মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন। তবে শর্ত হলো, গুনাহের পর সেটি গোপন রেখে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কর্ম সম্পাদন করবে, অতঃপর তাওবা করবে এবং সংশোধন করে নেবে, তাহলে তো তিনি ক্ষমাপরায়ণ, দয়াশীল।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৫৪)

আর ক্ষমা পার্থনা ইবাদতসমূহের মধ্যে অন্যতম ইবাদত। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হন। আমাদের অনেকেরই এমন এমন অপরাধ রয়েছে, যা মানুষ জানলে সমাজে মুখ দেখাতে পারব না।

কিন্তু আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে সেগুলো ঢেকে রেখেছেন। এটি বান্দার প্রতি তাঁর অবারিত অনুগ্রহমাত্র। কারণ তিনি চান বান্দা তাওবা করে গুনাহমুক্ত হোক। হাদিসের ভাষ্যমতে, মানুষ যদি অপরাধ না করত আর ক্ষমা প্রার্থনা না করত তবে আল্লাহ এ জাতিকে উঠিয়ে নিয়ে অন্য জাতি পাঠাতেন।

ক্ষমার এত সর্বব্যাপী ঘোষণা থাকার পরও মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে ক্ষমা করবেন না। মহানবী (সা.) সেই শ্রেণির মানুষের ব্যাপারে সতর্কতা জারি করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে; তবে ওই সব লোককে ক্ষমা করা হবে না, যারা পাপ করার পর তা অন্যের কাছে প্রকাশ করে দেয়। অন্যের কাছে প্রকাশ করার একটি দিক হলো কোনো ব্যক্তি রাতের আঁধারে কোনো গুনাহ করল এবং মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির গুনাহটিকে গোপন রাখলেন। কিন্তু ভোর হলে সে নিজেই অন্য মানুষের কাছে বলল, হে অমুক! জানো, রাতে আমি এ কাজ করেছি।

সারা রাত মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির পাপটি গোপন রাখলেন আর ভোর হওয়া মাত্রই আল্লাহর ঢেকে রাখা পাপের বিষয়টি সে ব্যক্তি নিজেই প্রকাশ করে দিল।' (বুখারি, হাদিস : ৬০৬৯)

হাদিসের ঘোষণা থেকে এ কথা পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে কোনো ব্যক্তি যদি অনিচ্ছায় কোনো গুনাহ করে বসে আর তা গোপন রাখে; তাহলে আল্লাহ তাআলাও ওই ব্যক্তির পাপ কাজ গোপন রাখেন। অতঃপর মানুষটি তাওবা করলে তিনি ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। পবিত্র কোরআনে সুরা নিসার ১৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ কোনো মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, 'এক লোক রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি মদিনা থেকে দূরবর্তী এক স্থানে এক মহিলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছি। সুতরাং আমাকে আমার প্রাপ্য শাস্তি দিন।' তখন ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'আল্লাহ তো তোমার পাপ গোপন রেখেছিলেন, তবে কেন তুমি তা গোপন রাখলে না?' (সহিহ মুসলিম)

অথচ আজকাল আমরা প্রতিনিয়ত মহান রবের বিধান অমান্য করে নানা ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছি। আর সেসবের ভিডিও ও স্থিরচিত্র ফেসবুক, টুইটারসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে নিজের গুনাহের অগণিত সাক্ষী তৈরি করে চলেছি। তা ছাড়া গুনাহ করে যে ছবি বা ভিডিওগুলো আমরা অনলাইনে ছড়িয়ে দিচ্ছি, এগুলো দেখে যত মানুষ গুনাহ করবে, যিনি জিনিসটি প্রথম আপলোড করেছেন, তিনি সবার সমপরিমাণ গুনাহে গুনাহগার হবে, নাউজুবিল্লাহ।

অতএব, আসুন আমরা পাপাচার থেকে সাবধান হই। কোনোভাবে পাপ হয়ে গেলে তা প্রচার করে বেড়ানো থেকে বিরত থাকি। আর আল্লাহর আবৃত পর্দাকে উন্মোচন করে নিজের সর্বনাশ করা থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে পাপমুক্ত জীবন দান করুন। পাপ হয়ে গেলে তা গোপন রাখার এবং ক্ষমা লাভের জন্য তাওবা করার তাওফিক দান করুন। সেই সঙ্গে আল্লাহ আমাদের সবার গোপন পাপগুলো ক্ষমা করে দিন।

গোপন পাপে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যায়

গোপনে পাপ করার সময় বান্দার সামনে থাকেন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা। আর গোপনে পাপ করার অর্থই হলো, মহান আল্লাহকে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আল্লাহর কোনো দামই নেই। নাউজুবিল্লাহ। সুতরাং সাধারণ গুনাহের চেয়ে গোপনে করা গুনাহের জঘন্যতা অনেক বেশি।

গোপনে যারা গুনাহ করেন, তারা কেউ না বুঝে করেন না। ভুল করেও করেন না। জেনে বুঝে এবং আয়োজন করেই করেন। কারো ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে, তুলনামূলক ছোট গুনাহ দিয়ে শুরু করেছিলেন, পরে ধীরে ধীরে শয়তানের জালে ফেঁসে গেছেন। এক্ষেত্রেও শুরুটা কিন্তু তিনি নিজেই করেন এবং ইচ্ছে করেই করেন।

গোপনে পাপ করায় অভ্যস্ত বান্দা প্রথমে যে সম্পদ হারান, সেটি হচ্ছে তাকওয়া। মুমিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদটি হারিয়ে ফেলার কারণে আল্লাহর ইবাদতে তিনি আর স্বাদ পান না। অন্তর হয়ে যায় পাথর। কোরআন তেলাওয়াত করতে ইচ্ছে করে না; করলেও মধুর লাগে না। ধীরে ধীরে তিনি দীন থেকেই ছিটকে পড়েন। এক পর্যায়ে ধ্বংস আর অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে যান তিনি।

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ) বলেন, أجمع العارفون بالله ان ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وأن عبادات الخفاء هي أعظم أسباب الثبات অর্থাৎ ‘সকল আউলিয়ায়ে কেরাম একমত যে, বান্দার গোপন গুনাহ দীনের পথে তার পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ। আবার দীনের পথে অবিচল থাকার অন্যতম উপায় হচ্ছে গোপন ইবাদত।’

গোপন গুনাহের সবচেয়ে জঘন্য পরিণতি হলো, ঈমানহারা অবস্থায় তার মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা বেশি। হজরত সাহল বিন সাদ আস সায়েদি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জান্নাতিদের মতো আমল করবে; অথচ সে জাহান্নামী। আর কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে জাহান্নামীদের মতো আমল করবে, অথচ সে জান্নাতি।’ (সহিহ মুসলিম: ৬৬৩৪)

আরও ইরশাদ হয়েছে, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে,

কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে।' (ইবনে মাজা: ২/১৪১৮)

লক্ষ করুন, ভালো মানুষ হলেও আসলে তিনি ছিলেন গুনাহগার। গোপন গুনাহে লিপ্ত থাকতেন, যা পরিচিতরা জানতেন না। এরা আসলে মুনাফিক। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'তারা মানুষের কাছ থেকে নিজেকে গোপন করে আর আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করে না, অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই থাকেন, যখন তারা রাতের বেলা এমন কথার পরিকল্পনা করে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তারা যা করছে, আল্লাহ সবই বেষ্টন করে আছেন।' (সুরা নিসা: ১০৮)

হজরত ইবনুল জাওযি (রহ.) বলেন, গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকো; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বান্দাকে তার নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন করো; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন।' (সাইদুল খাতির : ২০৭) শায়খ ইবনুল আরাবি বলেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্ত্বা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তার সামনে বদ আমল করে। (তারিখু দিমাশক: ৫/৩৫৬)

গোপন পাপ বিভিন্নভাবে হতে পারে। গোপনে গাইরুল্লাহর নাম নিয়ে পশু জবাই করা, অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করা, অথবা অপ্রকাশ্য ব্যভিচার বা জিনা করা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'বলে দাও, নিশ্চয়ই আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরিক করা—যার কোনো সনদ তিনি প্রেরণ করেননি। আর আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা তোমরা জানো না। ' (সুরা আরাফ: ৩৩)

সুতরাং গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। সর্বদা এ কথা অন্তরে জাগ্রত রাখতে হবে যে আল্লাহ আমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক।' (সুরা নিসা:

অন্তরের সঙ্গে মুজাহাদা করতে হবে বা নিজেকে পরিশুদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তার। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।' (সুরা শামস: ৭-১০)

গুনাহ করার সময় এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, কেউ কি দেখলে আমি এমন গুনাহ করতে পারতাম? এভাবে নিজের ভেতরের লজ্জাবোধ জাগ্রত করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি তোমার পরিবারের কোনো প্রভাবশালী সদস্যকে যেমন লজ্জা পাও, আল্লাহকে (কমপক্ষে) তেমন লজ্জা করো।' (মুসনাদুল বাজ্জার: ৭/৮৯)

বেশি বেশি আল্লাহর কাছে দোয়া করা গোপন পাপ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম উপায়। আল্লাহ যেন নাফরমানি ও সব গুনাহ থেকে হেফাজত করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে।' (সুরা বাকারা: ১)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে গোপন গুনাহ থেকে বাঁচার তাওফিক দিন এবং দীনের পথে অবিচল থাকা সহজ করে দিন। আমিন।

গোপন পাপে আল্লাহর রহমত চলে যায়

গোপন ইবাদত যেমন আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়, তেমনি গোপন অপরাধগুলোও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। গোপনে কারো হক নষ্ট করা, কাউকে কষ্ট দেওয়া, গোপনে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া সবই গোপন অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

বান্দা গোপনে গুনাহ করতে করতে অন্তর কলুষিত করে ফেলে। ফলে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায়। হাদিসে এসেছে, 'বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর সে যখন গুনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে, তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়।

সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তায়ালা যার বর্ণনা করেছেন, 'কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে মরিচা ধরিয়েছে' (সুরা মুতাফফিফিন : ১৪; তিরমিজি : ৩৩৩৪)।

গোপন গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন।

সাওবান (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে। ' (ইবনে মাজাহ : ২/১৪১৮)

হাদিসে এসেছে, ‘বান্দা যখন একটি গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো চিহ্ন পড়ে। অতঃপর সে যখন গুনাহের কাজ পরিহার করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তওবা করে, তার অন্তর তখন পরিষ্কার ও দাগমুক্ত হয়ে যায়।

সে আবার পাপ করলে তার অন্তরে দাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার পুরো অন্তর এভাবে কালো দাগে ঢেকে যায়। এটাই সেই মরিচা আল্লাহ তায়ালা যার বর্ণনা করেছেন, ‘কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনে মরিচা ধরিয়েছে’ (সুরা মুতাফফিফিন : ১৪; তিরমিজি : ৩৩৩৪)।

গোপন গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা কেয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন।

সাওবান (রা.) বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতোই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে। ’ (ইবনে মাজাহ : ২/১৪১৮)

অন্তরের নুর চলে যাওয়ার একটি কারণ হলো দৃষ্টি অবনত না করা। বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে বড় গুনাহের দিকে যায়। এমনকি জেনা-ব্যভিচারের প্রতি প্রলুব্ধ করতে থাকে। এ জন্যই নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত তীরগুলো থেকে একটি তীর’ (মুসনাদে শিহাব ১/১৯৫)। এ তীরে বিদ্ধ হওয়া থেকে বাঁচতে হলে ন

জর হেফাজত করতে হবে। অন্যথায় অগণিত নেক আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, নজর এমন একটি তীর যা মানুষের অন্তরে বিষের উদ্রেক করে (তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/১৭৬)। তাই রাসুল

(সা.) উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা দৃষ্টিকে নত করো, নিয়ন্ত্রণ করো এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করো। ' (তবারানি : ৮০১৮)

পর্নোগ্রাফির আসক্তি গোপন গুনাহের একটি প্রকার। চোখের খেয়ানতই হলো এ আসক্তির মূল কারণ। আত্মাকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে এটি। লাখ লাখ তরুণ-তরুণী এর ভয়াল থাবায় আক্রান্ত। অনেকে চেষ্টা করেও বের হতে পারছে না। মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে এটি গ্রামগঞ্জেও। এর প্রতিক্রিয়া এতটাই ভয়াবহ যে, দাম্পত্য জীবন নষ্ট করার পেছনেও এর প্রভাব বিদ্যমান। বিয়ের পরও অনেকে এর আসক্তি থেকে বের হতে পারছে না। ভেবে দেখেছেন, এ পর্নোগ্রাফি কতটা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে? অনেকে অজান্তেই নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না' (সুরা বাকারা : ১৯৫)। সমাজে অধিকহারে ধর্ষণের জন্য এই পর্নোগ্রাফি দায়ী। অনেক সাধারণ দ্বীনদার লোক সব গুনাহ ছাড়লেও এখান থেকে বের হতে পারছে না। গোপন গুনাহে জর্জরিত তারা। লজ্জা-শরম সব বরবাদ করে গোপনে চোখের জেনায় লিপ্ত। হাদিসে এসেছে, 'নিঃসন্দেহে চোখের ব্যভিচার হলো দৃষ্টিপাত, কানের ব্যভিচার হলো শোনা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথোপকথন করা, হাতের ব্যভিচার হলো শক্ত করে ধরা, পায়ের ব্যভিচার হলো হেঁটে যাওয়া এবং হৃদয়ের ব্যভিচার হচ্ছে কামনা-বাসনা করা। আর লজ্জাস্থান তা বাস্তবায়ন করে বা মিথ্যা সাব্যস্ত করে। (মুসলিম : ৬৬৪৭)

গোপন গুনাহ থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে হয় তার কৌশল নিজেকেই আয়ত্ত করে নিতে হবে। কারও হিম্মতই পারে তাকে এখান থেকে বের করতে। একটু সৎ সাহস ও ইচ্ছা থাকলেই আল্লাহ তায়ালা উপায় বের করে দেবেন। এ ছাড়া কিছু বিষয় মেনে চলা অপরিহার্য। একাকী থাকা যাবে না। অলস সময় পার না করে যেকোনো ভালো কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। কথায় আছে, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। ' ইন্টারনেট ব্যবহারে সতর্ক থাকা চাই। পর্নোগ্রাফির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রচার চালাতে হবে। লজ্জা-শরম তো ঈমানের অঙ্গ (বুখারি : ৪০)। লজ্জাশীলতা বাড়াতে হবে। সৎ ও নেককার বন্ধুদের সঙ্গে চলতে হবে। আলেমদের সংশ্রবে আসতে হবে। সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে বিয়ের কোনো বিকল্প নেই

অশ্লীলতা ও পর্নোগ্রাফি থেকে মুক্ত থাকার দোয়া

প্রযুক্তির উচ্চতর আবিষ্কারগুলো আল্লাহর একান্ত রহমত ও তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। আল্লাহর সৃষ্টির অপার রহস্য উদঘাটনে প্রযুক্তির নানা দিক ও আবিষ্কারগুলোই এর বড় দৃষ্টান্ত।

কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি অপব্যবহারের ফলে মানুষ নানান ধরনের অন্যায়-অপরাধ তথা অশ্লীলতায় নিয়োজিত হচ্ছে। যা উঠতি বয়সী কিশোর যুবক থেকে শুরু করে বয়োবৃদ্ধদেরকেও অন্যায় অপরাধের দিকে অনেক বেশি ধাবিত করছে।

হাদিসের বর্ণিত দোয়াটির নিয়মিত আমলের ফলে দুনিয়ার সব নিকৃষ্ট কাজ যেমন- পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা, চারিত্রিক কামনা-বাসনা, পরনারীর প্রতি কুদৃষ্টিসহ বিভিন্ন অপকর্ম থেকে দূরে থাকা যাবে। হাদিসে উল্লেখিত দোয়াটি নামাজের সেজদায় বেশি বেশি পড়াই সর্বোত্তম। আর তাহলো-

হজরত যিয়াদ ইবনে ইলাক্বাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ
উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন মুনকারাতিল আখলাক্বি ওয়াল আ'মালি ওয়াল আহওয়ায়ি।'

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার কাছে খারাপ চরিত্র, অন্যায় কাজ ও কুপ্রবৃত্তির অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।' (তিরমিজি)

গোপন পাপের ভয়াবহতা

পাপ-পুণ্য মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুণ্যের অব্যাহত চর্চা মানুষকে সাধারণ থেকে অসাধারণে পরিণত করে। অপরদিকে পাপের বিরতিহীন অভিযাত্রা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। এ রকম মানুষ পরিণত হয় অমানুষে। পাপের মধ্যেও আছে নানা স্তর। গোপন, প্রকাশ্য; বড়, ছোট, জঘন্য, লঘু ইত্যাদি। সব পাপই বর্জনীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'প্রকাশ্য-গোপন সব রকম পাপ ত্যাগ করো। নিশ্চয়ই যারা পাপকাজ সম্পাদন করছে শিগগিরই তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।' (সুরা আনআম)

তবে গোপনে পাপ বর্তমান সময়ে খুবই প্রচলিত। বিশেষত প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহারের কারণে এটি মহামারি আকার ধারণ করেছে। পাশাপাশি সামাজিক নানা বিধিনিষেধ উঠে যাওয়ার ফলে এসব পাপকাজ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গোপন পাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে মহানবী (সা.) কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি এমন কিছু লোকদের কথা জানি, যারা কিয়ামতের দিন শুভ্র তিহামা পাহাড়ের মতো রাশি রাশি পুণ্য নিয়ে হাজির হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সেসব বাতাসের মতো উড়িয়ে দেবেন। মনে রেখো, তারা তোমাদেরই ভাই। তোমাদেরই গোত্র-বংশের। তোমরা যেমন রাতে নামাজ পড়ো তারাও পড়ে। তবে তারা নির্জনে দেদার হারামে লিপ্ত হয়ে যায়।' (ইবনে মাজাহ)

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেন, 'গোপন পাপাচার অধঃপতন ও অবনতির মৌলিক একটি কারণ। অপরদিকে গোপন ইবাদত দীনের ওপর অবিচলতার সুদৃঢ় সোপান।' (হিসনুল মুসলিম) আলেমেরা লিখেন, গোপন পাপীর এমন পরিণতির কারণ হলো, সে মানুষের সামনে পাপ পরিহার করলেও গোপনে চরম পাপাচারে লিপ্ত হয়, যা স্পষ্ট কপটতা ও মুনাফেকি। আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছু গোপন নেই। আল্লাহ সবকিছু দেখেন ও জানেন। নির্জনে পাপকারী ব্যক্তি যেন আল্লাহকে মানুষ থেকেও তুচ্ছ ভাবে। তাই তার শাস্তি বড়।

শেষের কিছু কথা

মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি হল মানুষ নিজের অপরাধ আড়াল করতে চায়। হাজারো মানুষের কোলাহলে নিজেকে সবাই ভালো বলুক, আভিজাত্যে, মর্যাদায় ও সুনামে ঝরঝরে দেখা যাক- এটাই সে প্রত্যাশা করে থাকে। কারো কারো পক্ষে ভিতরগত অন্যায় বা গোপন পাপ ঢেকে রাখা কখনো কখনো নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য সম্ভব হলেও সর্বদা তা লুকিয়ে রাখা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়ে উঠে না। মানুষ যখন জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপনে গুনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে ধীরে ধীরে মহান আল্লাহর ভয় বিদায় নিতে থাকে। অন্তর যখন তাক্বওয়াশূন্য হয়ে যায়, তখন অন্তর পাথরের মত শক্ত হতে থাকে। তখন তার কাছে ইসলামী ধ্যান-ধারণা মোহনীয় ও প্রেমপূর্ণ লাগে না। ধর্মীয় বিধানাবলী বিরক্তকর মনে হতে থাকে। অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মুনাজাতে চোখের পানি আসে না। এক পর্যায়ে তার কোন আমলে আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কুরআন তিলাওয়াত আর আগের মত মধুর মনে হয় না। ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জাহিলিয়াতের অন্ধকার গলিপথ তার কাছে আপন মনে হয়। মাঝে মাঝে সে অন্ধকারের নিমজ্জিত অবস্থা থেকে মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচতে পারে না, তার পক্ষে ইউটার্ণ নেয়া আর সম্ভব হয়ে উঠে না। অবস্থা তো কখনো এতটা ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে।

আর কেউ কেউ আছেন পাপ করতে করতে এক সময় পাপকে আর পাপই মনে করে না! তার কাছে পাপ করা তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার হয়ে যায়। তখন আল্লাহর ক্রোধ আর পরকালের ভয়াবহ আযাবকে সে পরোয়া করে না। ফলে, এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ তার জন্য পাপের কাজকে তার প্রিয় করে দেন! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ۖ اَفَمَنۡ زُیِّنَ لَہٗ سُوۡٓءُ عَمَلِہٖ فَرَاٰہُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰہَ یُضِلُّ مَنۡ یَّشَآءُ وَ یَہۡدِیۡ مَنۡ یَّشَآءُ
فَلَا تَذۡہَبۡ نَفۡسُکَ عَلَیۡہِمۡ حَسَرٰتٍ ؕ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیۡمٌۢ بِمَا یَصۡنَعُوۡنَ

‘যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তারা যা করে’ (সূরা আল-ফাতির : ৮)।

পাপ কাজ শোভনীয় মনে হতে হতে এক সময়ে সে পাপ কাজকে তখন ভালোবাসতে শুরু করে; ফলে তার তাওবাহ করার নসিব হয় না। আর এই অবস্থায় সে আল্লাহর ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসাবে পরিচিত। নিয়মিত ছালাত পড়ে, দ্বীনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা বা তথাকথিত ‘বুজুর্গ’ হিসাবে তার পরিচিতি রয়েছে। প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না। কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গোনাহের কাজে লিপ্ত (সাধারণত বাংলাদেশের কিছু মাযারের সেবক ও পীরদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে)। আবার অনেকে প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কাবীরা গোনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেকী ও শঠতা, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন, وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ‘তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ করেছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে’ (সূরা আল-আন‘আম : ১২০)।

এ ধরনের গোপন পাপ কথার দ্বারা হতে পারে, চিন্তা বা নিয়তের দ্বারাও হতে পারে, আবার কর্মের দ্বারাও হতে পারে। যেমন, গোপনে ‘গাইরুল্লাহ’র নাম নিয়ে পশু যবহ করা গোপন পাপ। রিয়া বা অন্যকে দেখানোর জন্য ইবাদত করার নিয়ত বা চিন্তা করা গোপন পাপ। আর অপ্রকাশ্য ব্যভিচার (পরকীয়া) বা গোপন যিনা (প্রেম) হল কর্মগত গোপন পাপ। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلۡ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الۡفَوَاحِشَ مَا ظَہَرَ مِنۡہَا وَ مَا بَطَنَ وَ الۡاِثۡمَ وَ الۡبَغۡیَ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ وَ اَنۡ تُشۡرِکُوۡا بِاللّٰہِ مَا لَمۡ یُنَزِّلۡ بِہٖ سُلۡطٰنًا وَّ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَی اللّٰہِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

‘(হে নবী!) আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা তোমরা জান না’ (সূরা আল-আ‘রাফ : ৩৩)।

প্রকাশ্য গোনাহের চেয়ে গোপনে করা গোনাহ বেশি ভয়াবহ। কেননা যখন কেউ গোপনে গোনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় বিদায় নিয়ে নেয়। ক্রমাগত সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। অবস্থা কখনো এত ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বর্তমান সময়ে গোপন গোনাহের সরঞ্জাম অনেক বেশি, আর উপকরণগুলোও সহজলভ্য। আগের দিনে সিনেমা দেখতে অনেক দূর যেতে হত, অনেক টাকা খরচ হত, আর এখন মোবাইলে মোবাইলে সেকেন্ডে সেকেন্ড সিনেমা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। ডেটা অন করে মোবাইল ওপেন করলেই হলো। তাই সমাজের মানুষ দিন দিন গোপন গোনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বীনদার শ্রেণির মানুষ থেকে শুরু করে আলেমরাও বাদ পড়ছেন না। তীব্র ঈমানী শক্তি ছাড়া এ জাহিলিয়াত থেকে বাঁচা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

বর্তমানে গোপন গুনাহের আসবাব অনেক বেশি। উপকরণগুলো অত্যন্ত সহজলভ্য। তাই আমাদের যুবসমাজ দিন দিন গোপন গুনাহে বেশি জড়িয়ে পড়ছে। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া দ্বীনদার শ্রেণিও বাদ পড়ছে না। এর ভয়াবহ ফলাফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রচুর মানুষ এখন সংশয়ের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। দু’চারজন এটা নিয়ে চিন্তিত ও চিকিৎসা করার ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে

উদাসীনই থেকে যাচ্ছে। শেষ যমানায় যে মানুষ ব্যাপকহারে ঈমানহারা হতে থাকবে, তার বাস্তবায়ন বোধহয় শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানের ভয়ংকর এ সময়ে কতজন যে মুক্তি পাবে, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন! ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

والحذر الحذر من الذنوب، خصوصًا ذنوب الخلوات، فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. وأصلح ما بينك وبينه في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية

'গুনাহ থেকে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকা; বিশেষত গোপন গুনাহ থেকে। কেননা, আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বান্দাকে তাঁর নজর থেকে ফেলে দেয়। আল্লাহ ও তোমার মাঝে গোপনীয় বিষয় সংশোধন কর; তাহলে তিনি তোমার বহিরাগত বিষয় সংশোধন করে দেবেন'।[১] ইমাম ইবনুল আরাবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

أخسر الخاسرين من أبدى لِلنَّاسِ صَالِح أعماله، وبارز بالقبيح من هُوَ أقرب إِلَيْهِ من حبل الوريد

'সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিগস্ত সে-ই, যে মানুষের সামনে ভালো আমল করে, কিন্তু যে মহান সত্তা তার শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী, তাঁর সামনে বদ আমল করে।[২] হাফিয ইবনু রজব হাম্বলী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

أَنَّ خَاتِمَةَ السُّوءِ تَكُونُ بِسَبَبِ دَسِيسَةٍ بَاطِنَةٍ لِلْعَبْدِ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا النَّاسُ، إِمَّا مِنْ جِهَةِ عَمَلٍ سَيِّئٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَتِلْكَ الْخَصْلَةُ الْخَفِيَّةُ تُوجِبُ سُوءَ الْخَاتِمَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

'বান্দার গোপন গুনাহ ও অবাধ্যতার কারণে মন্দ মৃত্যু হয়ে থাকে, যা মানুষ জানে না; চাই তা খারাপ কোন আমল হোক বা অন্য কিছু। তার এ গোপন চরিত্রই তার মন্দ মৃত্যুর কারণ হয়'।[৩] আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

أجمع العارفون بالله أن ذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات ‘সব আল্লাহওয়ালা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, গোপন গুনাহ-ই অধঃপতন ও অবনতির প্রধান কারণ’।[৪]

গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপায়সমূহ

১. ভিতরগত অনুশোচনা ও পাপের জন্য কান্নাকাটি করা ও আল্লাহর কাছে দু‘আ করা; যেন তিনি তাঁর নাফরমানি ও সকল গুনাহ থেকে হিফাযত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَ اِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ ؕ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلۡیَسۡتَجِیۡبُوۡا لِیۡ وَ لۡیُؤۡمِنُوۡا بِیۡ لَعَلَّہُمۡ یَرۡشُدُوۡنَ

‘আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে; বস্তুত আমি তো রয়েছি সন্নিকটেই। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রর্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য, যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে’ (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৮৬)।

২. নিজের ভিতরগত সত্তার সাথে যুদ্ধ করা, তার কুমন্ত্রণা দূর করা এবং আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ نَفۡسٍ وَّ مَا سَوّٰىہَا - فَاَلۡہَمَہَا فُجُوۡرَہَا وَ تَقۡوٰىہَا- قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَکّٰىہَا- وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىہَا

‘শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর

যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়’ (সূরা আশ-শামস : ৭-১০)। তিনি আরও বলেন,

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

‘যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন’ (সূরা আল-আনকাবূত : ৬৯)।

৩. ক্বিয়ামতের দিন গোপন গুনাহকারীদের আমলসমূহ ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেয়ার কথা মনের ভাবনায় চিরজাগরুক করে রাখা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيْضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُوْنَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُوْنَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُوْنَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوْهَا

‘আমি আমার উম্মতের কতক দল সম্পর্কে অবশ্যই জানি, যারা ক্বিয়ামতের দিন তিহামার শুভ্র পর্বতমালা সমতুল্য নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু মহামহিম আল্লাহ সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবেন। ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)!, তাদের পরিচয় পরিষ্কারভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন, যাতে অজ্ঞাতসারে আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। তিনি বললেন, তারা তোমাদেরই ভ্রাতৃগোষ্ঠী এবং তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা রাতের বেলা তোমাদের মতই ইবাদত করবে। কিন্তু তারা এমন লোক, যারা একান্ত গোপনে আল্লাহর হারামকৃত কর্মে লিপ্ত হবে'।[৫]

৪. আল্লাহ তা'আলার পর্যবেক্ষণের কথা চিন্তা ও ক্ষমতা অবলোকন করা যে, তিনি আমাকে সর্বদাই দেখছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁকে ভয় করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন' (সূরা আন-নিসা : ১)।

৫. পাপ, অন্যায় বা গুনাহ করার সময় এ চিন্তা করা যে, আমার শ্রদ্ধেয় বড় কেউ দেখলে কি আমি এমন গুনাহ করতে পারতাম? এভাবে নিজের লজ্জাবোধ জাগ্রত করা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, وَاسْتَحِ اللهَ اسْتِحْيَاءَ رَجُلٍ ذِي هَيْبَةٍ مِنْ أَهْلِكِ 'তুমি তোমার পরিবারের কোন প্রভাবশালী সদস্যকে যেমন লজ্জা পাও, আল্লাহকে (কমপক্ষে) তেমন লজ্জা কর'। [৬]

৬. নিজে মনে মনে এ চিন্তা করা যে, গুনাহরত অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে কিভাবে আমি আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। রাসূল (ﷺ) বলেন, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ

عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ‘প্রত্যেক ব্যক্তিকে (ক্বিয়ামতের দিন) ঐ অবস্থায় উঠানো হবে, যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে’।[৭]

৭. আল্লাহর নে‘মত ও জান্নাতের সুখ-শান্তির কথা স্মরণ করা এবং জাহান্নামের আযাব ও ভয়ানক শাস্তি কল্পনা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

‘নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না-কি যে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে, সে? তোমরা যা ইচ্ছা কর। নিশ্চয় তিনি দেখেন, যা তোমরা করো’ (সূরা হামীম সিজদাহ : ৪০)।

৮. ব্যক্তিগত জীবনের অবসরে যিকির ও ফিকিরে থাকার চেষ্টা করা। মহান আল্লাহ বলেন, اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ‘নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য’ (সূলা আলে ইমরান : ১৯০)। তিনি আরও বলেন,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ

‘যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদেগার! এসব আপনি অনর্থক

সৃষ্টি করেননি। সকল পবিত্রতা আপনারই, আমাদেরকে আপনি জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচান' (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)।

পরিশেষে বলব যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা ঈমানের জন্য নিয়মিত দু'আ করতে থাকি। গোপন গুনাহ থেকে সর্বাত্মকভাবে বেঁচে থাকি। মোবাইল ও ইন্টারনেটের অপব্যবহার থেকে দূরে থাকি। দ্বীনদার আলিমদের সোহবত বেশি বেশি ইখতিয়ার করি এবং কুরআন তিলাওয়াত, যিকির-আযকার ও ইসলামী বই অধিকহারে অধ্যয়ন করতে শুরু করি। সুতরাং পাপ হয়ে গেলে দ্রুতই ফিরে আসতে হবে এবং তাওবাহ করতে হবে। পাপের মধ্য অটল থাকা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন। শিরকমুক্ত ঈমান ও বিদ'আতমুক্ত আমল করার তাওফীক দান করুন। ঈমানের হালতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!!